দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 SEP 1998

পৃঃ ৪ কলাম ৭

সাক্ষরতা

গত মঙ্গলবার ছিল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। সপ্তাহটি জাতীয় পর্যায়ে বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ। দেশ সর্বনাশা বন্যায় কবলিত হওয়ার জন্য এবার সেই 'দিবস' ও 'সপ্তাহ' ঘটা করে উদযাপন করা হচ্ছে না। তবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উদ্যোগে পত্র–পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৫১ শতাংশ। ১৯৯১ সালে তা ছিল শতকরা ৩৫ ভাগ। এটা নাকি 'সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচি'র (ইনফেপ) সাফল্যের নিদর্শন। কর্মসূচির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছিল ১৯৯১ সালে, শেষ হয়েছে ১৮৯৭ সালে।

বর্তমানে ৪টি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পগুলোর মোট আনুষ্ঠানিক ব্যয় সাড়ে 'বারশ' কোটি টাকার মত। সরকার ও বিভিন্ন এনজিও এগুলো বাস্তবায়ন করছে। দু'হাজার সালের জন্য বয়স্ক সাক্ষরতা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে শতকরা ৬২ ভাগ। বর্তমান সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ২০০৬ সাল নাগাদ বাংলাদেশ সম্পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জন করবে। আমরা এ ব্যাপারে সরকারের সাফল্য কামনা করি।

কয়েকদিন আগে মাগুরা জেলা প্রশাসক তার জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। এটা নাকি মাগুরা জেলার সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের ফসল। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এই বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহে মাগুরা জেলার প্রতি আমাদের অভিনন্দন। এর আগেও কোন কোন এলাকা থেকে আমরা এ ধরনের ঘোষণার খবর পেয়েছি। দেশের অন্য জেলাগুলোর জন্য মাগুরা এ ব্যাপারে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। আমরা ধরে নিতে পারি যে, শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে মাগুরায় ভিত্তিস্থাপন করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল যে, সাক্ষরতা মানে নিছক অক্ষরজ্ঞান নয়, এর অর্থ কার্যকর শিক্ষা বা ফাংশনাল এডুকেশন। কাজ চালানোর মত শিক্ষা অর্জন করার পর তা রক্ষা করতে হলে নব্য সাক্ষরদের 'অব্যাহত শিক্ষা' বা কনটিনিউইং এডুকেশন কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তরফ থেকে বলা হচ্ছে মৌলিক সাক্ষরতা কোর্সশেষে ৩ মাসের সাক্ষরতা–উত্তর কোর্সের ব্যবস্থা করা আছে। অর্জিত সাক্ষরতা অর্থবহ করার জন্য অব্যাহতভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বয়স্কদের নিরক্ষরতামুক্ত করাটা যে যথেষ্ট নয়, তা সবাই স্বীকার করেন। সাক্ষরতা অর্জনের পর চর্চা না থাকলে সাক্ষরতাটুকু আর থাকে না। অতএব নব্য সাক্ষররা সাক্ষর থাকেন কিনা সে ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখা উচিত। অব্যাহতভাবে তাদের মনিটর করা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের মূল্যায়নে সহায়তা করবে।

বয়স্কদের 'শিক্ষিত' করে তোলা শুধু দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, আগামী প্রজন্মকে শিক্ষার আলো দেয়ার জন্যও জরুরি। অতএব প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা হাত ধরাধরি করে চলতে পারে। শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা দাবি করছেন যে, সাক্ষরতা কর্মসূচি 'একটি সামাজিক আন্দোলনের' রূপ নিয়েছে। 'অব্যাহত শিক্ষা'কেও সামাজিক আন্দোলনের রূপ দিতে হবে। তবে এখন বোধহয় অগ্রাধিকার দিতে হবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সরকারি বেসরকারি অবকাঠামোগুলো পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করা। এবারের সর্বনাশা বন্যায় এগুলোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।